দৈনিক জনকণ্ঠ

34

তারিখ ... 24 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

# চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এখন চরম উদ্বেগজনক। যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী ঘটনা। গত কয়েকদিনের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী চট্টগ্রাম ভার্সিটি ক্যাম্পাস রণসাজে সজ্জিত। ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের দখলে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং হলসমূহ। হলগুলো থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বের করে দিয়ে সশস্ত্র শিবির কর্মীরা হল পাহারায় নিয়োজিত রয়েছে। প্রকাশিত খবরে আরও জানা গেছে যে, কেবল চট্টগ্রাম ভার্সিটির ক্যাডারই নয়, শিবির রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমদানি করেছে বিপুলসংখ্যক সশস্ত্র কর্মী। জামায়াতপন্থী কোন কোন শিক্ষক ও কর্মচারীর বাসভবনে এসব সন্ত্রাসীর একাংশকে রাখা হয়েছে বলে চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া বিভিন্ন সূত্রের খবরে জানা গেছে।

এদিকে চট্টগ্রাম ভার্সিটি ক্যাম্পাস থেকে সশস্ত্র শিবির ক্যাডারদের উচ্ছেদের দাবিসহ মোট ৮ দফা দাবিতে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবরোধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে শিবির কর্মীরা আরও ব্যাপকভাবে নিজেদের অস্ত্রসজ্জিত ও শক্তি বৃদ্ধি করে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এবং এর পর আরও দু'দিন শিবির কর্মীদের সঙ্গে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগ ভার্সিটিতে অবরোধ ঘোষণা করে। ফলে প্রশাসনিক কাজকর্মসহ সকল ক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে দেখা দেয় অচলাবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১ অক্টোবর পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছে। ভার্সিটি ক্যাম্পাস অস্ত্র ও গোলাবারুদে সজ্জিত শিবির ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রিত থাকা সত্ত্বেও বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কায় শিক্ষক-কর্মচারীসহ ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সকলেই উৎকণ্ঠিত। কেননা শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারা একচেটিয়া ক্যাম্পাস দখল করে রাখার প্রতিবাদে ছাত্রলীগসহ সমমনা দলগুলো চরমভাবেই ক্ষুব্ধ। এই ক্ষুব্ধ ছাত্রদের মধ্যে এখন তীব্র উত্তেজনা। যে কোন মুহূর্তে শিবির ক্যাডারদের প্রতি পাল্টা আঘাত হানতে পারে ক্ষুব্ধ ছাত্র সংগঠনসমূহ। এ রকম বিস্ফোরণোন্মুখ অবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় সিনেট নির্বাচন ও পরীক্ষাসমূহ স্থগিত ঘোষণা করে মূলত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উত্তেজনা আরও বাড়িয়েই দিয়েছে। কেননা দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। সঙ্গত কারণেই আগামী ২৯ সেপ্টেম্বরের সিনেট নির্বাচন ছিল সকলের জন্যই কাঙ্ক্ষিত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সশস্ত্র শিবির কর্মীদের অবস্থান এবং তার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের অবরোধ কর্মসূচী যে অনাকাঙ্ক্ষিত ও শিক্ষার পরিবেশবিনাশী বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে তার অবসান হওয়া জরুরী বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে ছাত্র শিবির যে বক্তব্য দিয়েছে তারও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তারা দাবি করেছে যে, 'ছাত্রলীগের একগুঁয়েমির কারণে সমঝোতা হচ্ছে না'। উল্লেখ যে, ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ অনানুষ্ঠানিক ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা বৈঠকে ছাত্রলীগকে আহ্বান জানালে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাস থেকে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বহিষ্কারের শর্ত আরোপ করে।

কিন্তু শিবিরের এই দাবি কতটা ধোপে টেকে। ক্যাম্পাসের সমস্ত ছাত্রাবাস সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা দখল করে রাখবে, আর অন্য দিকে বসবে শান্তি প্রতিষ্ঠার সমঝোতা বৈঠক! এমন হাস্যকর প্রস্তাব কারও জন্যই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। ক্যাম্পাসে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে পূর্বাহ্নেই ক্যাম্পাস থেকে সকল সন্ত্রাসী – তা যে দলেরই সমর্থক হোক না কেন, তাদের বের হয়ে যেতে হবে। তারপরই সম্ভব শান্তি আলোচনা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরও সেটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশের রাজনীতিতে যে ভয়াবহ পরিবর্তন সাধিত হয়, তারই পথ ধরে জামায়াত-শিবির গোষ্ঠী বেরিয়ে আসে প্রকাশ্য রাজনীতিতে। বলা বাহুল্য স্বাধীনতাবিরোধী এই চক্রটি বিগত ২১ বছর নানাভাবে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে ক্ষমতাসীন প্রতিটি সরকারের। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা গত ২১ বছরে গড়ে তুলেছে তাদের ক্ষমতার দুর্গ হিসাবে। বিএনপি সরকার গত পাঁচ বছরে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তথা ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগকে কোণঠাসা করার লক্ষ্যে শিবিরকে এতটাই উস্কানি দিয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম ভার্সিটি থেকে ক্ষমতাসীন আমলেই বিএনপির অঙ্গসংগঠন ছাত্রদলকে প্রায় উচ্ছেদ হতে হয়েছে। প্রাণ দিতে হয়েছে ছাত্রদলের একাধিক নেতাকর্মীকে। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবের মতোই পরিণতি হয়েছে বিএনপির।

বিগত ২১ বছরে দেশে জামায়াত-শিবির তথা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির উত্থান যতটা ঘটেছে সারা দেশে, ততটাই ঘটেছে কেবল চট্টগ্রামে। কেননা জামায়াত চট্টগ্রাম ভার্সিটিকে তাদের বিকাশ কেন্দ্র বলে নির্বাচন করেছে। আর তাই সেখানে ভিসি থেকে শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত সব সময়ই পছন্দের তালিকায় এসেছে জামায়াত শিবির সমর্থকরা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গত দশ বছরের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে ভিসি থেকে শুরু করে প্রশাসনিক প্রায় সর্বস্তরে আধিপত্য করেছে এই জামায়াতপন্থীরা। ফলে জামায়াত সমর্থক ছাত্রশিবির নির্বিঘ্নে বিকশিত হয়েছে এখানে। শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিয়োগ পেয়েছে জামায়াতী মনোভাবাপন্নদের মধ্য থেকেই।

এ রকম একটা অবাঞ্ছিত অবস্থায় চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে এখন যে চরম সঙ্কটজনক অবস্থা দেখা দিয়েছে, তাতে এ অবস্থাটা আকস্মিক কিছু নয়। এ অবস্থার অবসান হতে পারে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সঙ্গে নিয়োজিত মহলের সর্বাত্মক চেষ্টা এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সততার দ্বারা। অবরোধ প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা যেমন অনিবার্য তেমনি অনিবার্য আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

আমরা মনে করি অবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সকল অস্ত্রধারীকে বের করে দিয়ে একটি স্থায়ী শান্তি আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি থেকে শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত এ যাবত যে সঙ্কীর্ণ দলীয় মনোভাবের পরিচয় দেয়া হয়েছে, তা রোধ করার জন্য ভার্সিটিসমূহের চ্যান্সেলর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন। ২১ বছর ধরে চালু থাকা দলীয়করণ পদ্ধতি রুদ্ধ করার পদক্ষেপ নিতে গিয়ে বর্তমান সরকারও যেন দলীয়করণ প্রক্রিয়ারই অনুসরণ না করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করি।